দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ২৪ 2002
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ঢা.বি খুলে দেয়া হচ্ছে

☐ পত্রিকায় প্রকাশিত তদন্ত কমিটির রিপোর্টকে ইতিবাচকভাবে নিয়েছেন সবাই ☐ দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি ও সুপারিশ বাস্তবায়নের দাবি

হারুন উর রশীদ ও বশীর আহমাদ ॥ ১০ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া হবে বলে জানা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য আ. ফ. ম ইউসুফ হায়দার বলেছেন, এ সপ্তাহেই সিন্ডিকেটের বৈঠকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। বৃহস্পতিবার সিন্ডিকেটের সভা ডাকা হয়েছে। শামসুন্নাহার হলে মধ্যরাতে পুলিশি নির্যাতনের ব্যাপারে গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর প্রায় সবাই রিপোর্টকে ইতিবাচক বলেছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার ব্যাপারে রিপোর্টকে যথেষ্ট ইতিবাচক বলে মনে করছেন। কর্তৃপক্ষ এতদিন কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ ও তার প্রতিক্রিয়া দেখার অপেক্ষায় ছিলেন।

২৩শে জুলাই মধ্যরাতে ঢা.বি ঃ পৃঃ ২ কঃ ৬

- ☐ সাধারণভাবে সকলকে আশ্বস্ত করেছে।
- ☐ দ্রুত বাস্তবায়নের দাবি।
- ☐ সাবেক উপাচার্য আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী কোন মন্তব্য করেননি।
- ☐ সাবেক প্রভোস্ট বলেছেন, রিপোর্টে প্রমাণিত হলো ২৩শে জুলাই পুরুষ পুলিশ গেট ভেঙে হলে ঢুকে ছাত্রীদের নির্যাতন করেছে।
- ☐ প্রভোস্ট ও ছাত্রীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাকে মিথ্যা আখ্যায়িত করায় হল-ছাত্রীদের উল্লাস।
- ☐ হামলার জন্য দায়ী পুলিশ ও অন্যদের শাস্তি দাবি করেছে ছাত্রীরা।
- ☐ আনুষ্ঠানিক রিপোর্ট পাওয়ার পর পুলিশ কর্তৃপক্ষ দায়ী ব্যক্তিদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে।

ঢা.বি ঃ খুলে দেয়া হচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শামসুন্নাহার হলে পুলিশি অভিযান ও নির্যাতনের পর ভিসি আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভ ও আন্দোলনের মুখে একক ক্ষমতাবলে ২৮শে জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু আন্দোলনের মুখে তিনি ৩১শে জুলাই পদত্যাগে বাধ্য হন। প্রো-ভিসি আ. ফ. ম ইউসুফ হায়দারকে ওইদিনই ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের দায়িত্ব দেয়া হয়। শামসুন্নাহার হলের ঘটনা তদন্তে ২৭শে জুলাই হাইকোর্টের বিচারপতি তাফাজ্জল ইসলামকে প্রধান করে ১ সদস্যের বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি সোমবার রিপোর্ট চূড়ান্ত করে। গতকাল রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দেয়ার কথা থাকলেও যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে দেয়া হয়নি।

ভারপ্রাপ্ত ভিসি আ. ফ. ম ইউসুফ হায়দার সাবেক ভিসি এ. কে আজাদ চৌধুরী, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, আন্দোলনকারী সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা তদন্ত কমিটির রিপোর্টে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে আন্দোলনের মুখে পদত্যাগী ভিসি আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী রিপোর্টের ব্যাপারে কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি। শামসুন্নাহার হলের অব্যাহতিপ্রাপ্ত প্রভোস্ট ড. সুলতানা শফি বলেছেন, তদন্ত কমিটির রিপোর্টে প্রমাণিত হলো ২৩শে জুলাই মধ্যরাতে পুরুষ পুলিশ শামসুন্নাহার হলের গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকে ছাত্রীদের নির্যাতন করে। একই সঙ্গে আমার ও ছাত্রীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়। তবে রিপোর্টে ঘটনার জন্য তাকেও (সুলতানা শফি) দায়ী করার ব্যাপারে তিনি বলেন, দেশের জনগণই ভাল জানে। তারাই এর বিচার করবে।

২৩শে জুলাই মধ্যরাতে পুলিশ নির্যাতনের পর ১৮ জন ছাত্রীকে গ্রেফতার করে। শামসুন্নাহার হলের প্রভোস্টসহ ওই ছাত্রীদের বিরুদ্ধে যে চুরির মামলা দায়ের করা হয়েছিল তাকে তদন্ত কমিটি মিথ্যা বলায় ওই ছাত্রীরা গতকাল আনন্দে ফেটে পড়ে। তাদের কয়েকজন প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে 'সংবাদ'-কে বলে, সত্যের জয় হয়েছে। তবে তারা দাবি করেছে, শামসুন্নাহার হলে হামলার সঙ্গে জড়িত পুলিশ ও অন্যদের অবশ্যই শাস্তি দিতে হবে, অন্যদিকে পুলিশের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বলেছেন, রিপোর্ট আনুষ্ঠানিকভাবে পাওয়ার পর তারা দায়ী কর্মকর্তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন।

গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাসহ সারাদেশে তদন্ত কমিটির রিপের্টে নিয়ে ব্যাপক কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের ভিত্তিতে তদন্ত কমিটির

তুলেছিল তাতে অনেক সাধারণ শিক্ষকও যোগ দিয়েছিলেন। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক রুবাইয়াৎ ফেরদৌস তাদেরই একজন। তিনি তার প্রতিক্রিয়ায় জানান, আমরা সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছি। তবে পত্রপত্রিকার মাধ্যমে যা জানতে পেরেছি তাতে সবকিছু বস্তুনিষ্ঠ মনে হচ্ছে। তদন্ত কমিটির রিপোর্টে চার সহকারী প্রক্টরকে নির্দোষ ঘোষণা করা হয়েছে। তাদেরই দু'জন ফাতেমা বেগম ও ড. নজমুল কলিমুল্লাহ। তারা তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, তদন্ত রিপোর্টে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তদন্ত কমিটির রিপোর্টকে স্বাগত জানিয়েছেন। ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মনির হোসেন বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ব্যথা-যে বেদনা তা তদন্ত কমিটির রিপোর্টে ফুটে উঠেছে। আমি সন্তুষ্ট। আমি চাই তদন্ত কমিটির সুপারিশগুলো বাস্তবায়িত হোক। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি বলরাম পোদ্দার তার প্রতিক্রিয়ায় জানান, রিপোর্ট বস্তুনিষ্ঠ হয়েছে। জনগণের আস্থার প্রতিফলন ঘটেছে।

ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি শরিফুজ্জামান শরিফ তদন্ত রিপোর্টে সন্তোষ প্রকাশ করে সুপারিশগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের দাবি জানান। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা তদন্ত রিপোর্টে সন্তোষ প্রকাশ করে অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার দাবি জানিয়েছে। শেষবর্ষের ছাত্রী সালেহা বেগম মৌ বলছিল, তদন্ত কমিটির রিপোর্টে সম্পর্কে পত্রপত্রিকায় যা প্রকাশিত হয়েছে তাতে আমি খুবই খুশি।

রিপোর্টের পর সভা ঃ পত্রিকায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ার পর গতকাল ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সকল অনুষদের ডিন হল প্রভোস্ট ও ইনস্টিটিউটের প্রধানদের নিয়ে বৈঠক করেন। বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার পক্ষে সবাই মতপ্রকাশ করেন।